

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২৫. হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাক্কী জীবন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মুহু‘আব বিন ওমায়ের (রাঃ)-এর দাওয়াত (دعوة مصعب بن عمير في يثرب)

মুহু‘আব ছিলেন মক্কার এক ধনাঢ্য পরিবারের আদরের দুলাল। তিনি যখন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বের হতেন, তখন আগে-পিছে গোলামের দল থাকত। দু’শো দিরহামের কম মূল্যের কোন পোষাক তিনি পরতেন না। তিনি ইসলাম গ্রহণ করায় তার গোত্রের লোকেরা তাকে বেঁধে ঘরে আটকে রাখে। পরে তিনি কৌশলে বেরিয়ে হাবশায় হিজরত করেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে মক্কায় আসেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণদী এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত যুবক। বিষয়বস্তু উপস্থাপন ও অন্যকে আকৃষ্ট করার অনন্য সাধারণ গুণাবলী তার মধ্যে ছিল।

১ম আক্কাবাহর বায়‘আত সম্পাদিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহু‘আবকে তাদের সাথে ইয়াছরিবে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে তরুণ দলনেতা আবু উমামাহ আস‘আদ বিন যুরারাহ (রাঃ)-এর বাড়ীতে অবস্থান করেন এবং উভয়ে মিলে ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। তাঁকে মুফরী (المُفَرِّى) অর্থাৎ পাঠদানকারী বা শিক্ষক বলে সবাই ডাকত। তাঁর দাওয়াতের ফল এই হয়েছিল যে, পরবর্তী হজ্জ মৌসুম আসার আগেই ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল এবং আনছারদের এমন কোন গৃহ ছিল না যার পুরুষ ও মহিলাদের কিছু সংখ্যক মুসলমান হননি। তাঁর প্রচারকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:-

একদিন আস‘আদ বিন যুরারাহ তাঁকে সাথে নিয়ে বনু আদিল আশহাল ও বনু য়াফরের (بنو ظَفَر) মহল্লায় গমন করেন ও সেখানে একটি কুয়ার পাশে কয়েকজন মুসলমানকে নিয়ে বসেন। তখনো পর্যন্ত বনু আদিল আশহাল গোত্রের দুই নেতা সা‘দ বিন মু‘আয ও উসায়দ বিন হুযায়ের ইসলাম কবুল করেননি। মুবাশ্শিগদের আগমনের খবর জানতে পেরে সা‘দ উসায়দকে বললেন, আপনি যেয়ে ওদের নিষেধ করুন যেন আমাদের সরল-সিধা মানুষগুলিকে বোকা না বানায়। আস‘আদ আমার খালাতো ভাই না হ’লে আমি নিজেই যেতাম’।

উসায়দ বর্শা উঁচিয়ে সদর্পে সেখানে গিয়ে বললেন, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তবে এখুনি পালাও। তোমরা আমাদের বোকা লোকগুলিকে মুসলমান বানাচ্ছে। মুহু‘আব শান্তভাবে বললেন, আপনি কিছুক্ষণের জন্য বসুন ও কথা শুনুন। যদি পসন্দ না হয়, তখন দেখা যাবে। উসায়দ তখন মাটিতে বর্শা গেড়ে বসে পড়লেন। অতঃপর মুহু‘আব তাকে কুরআন থেকে কিছু অংশ পাঠ করে শুনালেন। তারপর তিনি আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ব ও তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। ইতিমধ্যে উসায়দ চমকিত হয়ে বলে উঠলেন, مَا أَحْسَنَ هَذَا, الْكَلَامَ وَاجْمَلُهُ ‘কতই না সুন্দর কথা এগুলি ও কতই না মনোহর’। এরপর তিনি সেখানেই ইসলাম কবুল করলেন।

অতঃপর তিনি সা‘দ বিন মু‘আয-এর নিকটে এসে বললেন, فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ بِهِمَا بَأْسًا, ‘আল্লাহর কসম! আমি তাদের মধ্যে দোষের কিছু দেখিনি’। তবে আমি তাদের নিষেধ করে দিয়েছি এবং তারাও বলেছে, আপনারা যা চান তাই করা হবে’। এ সময় উসায়দ চাচ্ছিলেন যে, সা‘দ সেখানে যান। তাই তাকে রাগানোর জন্যে বললেন,

আমি জানতে পারলাম যে, বনু হারেছাহ লোকজন আস'আদ বিন যুরারাহকে হত্যা করার জন্য বের হয়েছে এজন্য যে, সে আপনার খালাতো ভাই। সা'দ ত্রুদ্ধ হয়ে তখনই বর্শা হাতে ছুটে গেলেন। যেয়ে দেখেন যে, আস'আদ ও মুহ'আব নিশ্চিন্তে বসে আছে। বনু হারেছাহ হামলাকারীদের কোন খবর নেই। তখন তিনি বুঝলেন যে, উসাইদ তার সঙ্গে চালাকি করেছে তাকে এদের কাছে পাঠানোর জন্য। তখন সা'দ ত্রুদ্ধস্বরে উভয়কে ধমকাতে থাকলেন এবং আস'আদকে বললেন, তুমি আমার আত্মীয় না হ'লে তোমাদের কোনই ক্ষমতা ছিল না আমার মহল্লায় এসে লোকদের বাজে কথা শুনার। আস'আদ পূর্বেই সা'দ ও উসাইদ-এর বিষয়ে মুহ'আবকে অবহিত করেছিলেন যে, এরা দু'জন মুসলমান হ'লে এদের গোত্রের সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। আস'আদের ইঙ্গিতে মুহ'আব অত্যন্ত ধীর ও নম্র ভাষায় সা'দকে বললেন, আপনি বসুন এবং আমাদের কথা শুনুন! অতঃপর পসন্দ হলে কবুল করবেন, নইলে প্রত্যাখ্যান করবেন'।

অতঃপর তিনি বসলেন এবং মুহ'আব তাকে কুরআন থেকে শুনালেন ও তাওহীদের মর্ম বুঝালেন। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সা'দ বিন মু'আয ইসলাম কবুল করে ধন্য হ'লেন। অতঃপর সেখানেই দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে নিজ গোত্রে এলেন ও সবাইকে ডেকে বললেন, হে বনু আদিল আশহাল! كَيْفَ تَعْلَمُونَ أَمْرِي أَنْتَ سَيِّدُنَا وَأَفْضَلُنَا رَأْيًا وَأَيْمُنُنَا نَقِيبَةً, তোমরা আমাকে তোমাদের মধ্যে কেমন মনে কর? তারা বলল, فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَأَفْضَلُنَا رَأْيًا وَأَيْمُنُنَا نَقِيبَةً, 'আপনি আমাদের নেতা, সর্বোত্তম সিদ্ধান্তের অধিকারী ও আমাদের নিশ্চিততম কাভারী'। তখন তিনি বললেন, فَانْ كَلَامَ رَجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَى حَرَامٍ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ 'তোমাদের নারী ও পুরুষ সকলের সঙ্গে আমার কথা বলা হারাম, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে ঈমান আনবে'। এ কথার প্রতিক্রিয়া এমন হ'ল যে, সন্ধ্যার মধ্যেই সকলে ইসলাম কবুল করল' (ইবনু হিশাম ১/৪৩৫-৩৭) মাত্র একজন তরুণ ব্যতীত। যার নাম ছিল আমর বিন ছাবিত আল-উছাইরিম (الأَصْبِرْم) ইনি পরে ওহোদ যুদ্ধের দিন ইসলাম কবুল করেই যুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়েন ও শাহাদত বরণ করেন (ইবনু হিশাম ২/৯০)।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5337>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন